62

ভোরের কাগজ

তারিখ ... DEC. 2 1 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম 2

পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে

চ.বিতে দেড় বছরে ৭ ছাত্র খুন

শাহাবউদ্দিন নীপু, চ.বি. থেকে : বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় গত দেড় বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাতজন ছাত্র খুন হয়েছে। এদের মধ্যে গত বছর ৩ মাসের ব্যবধানে তিনজন এবং চলতি বছরের মে থেকে এ পর্যন্ত ৮ মাসে খুন হয়েছে চারজন ছাত্র। এসব খুনের ঘটনায় বিশ্ববদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা এবং ক্যাম্পাসে পুলিশ বাহিনীর অবস্থানের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ছাত্রমৈত্রী নেতা ফারুকুজ্জামান ফারুক খুন হয় ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীদের হাতে। সেই থেকে চ.বি. ক্যাম্পাসে শিবিরের খুনোখুনির রাজত্ব শুরু। এরপর এই শিবিরের হাতেই খুন হয় একে একে ১৯৯৪ সালের ৬ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল হুদা মুছা, ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ কর্মী আমিনুল ইসলাম বকুল, ১৯৯৮ সালের ৬ মে ভর্তিচ্ছু ছাত্র আইয়ুব আলী, ১৮ মে বিশ্ববদ্যালয় শিক্ষকের সন্তান মুশফিক-উস-সালেহিন এবং ২২ আগস্ট ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী সঞ্জয় তলাপাত্র।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এ বছর। চলতি বছরে এ পর্যন্ত চারজন ছাত্র খুন হয়েছে যাদের তিনজন শিবির কর্মী এবং অপজন ছাত্রলীগ নেতা। ১৫ মে শিবির নেতা জোবায়ের হোসেনকে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ফরেস্ট্রি হোটেলের নিকটবর্তী পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে খুন করে। এ ঘটনায় তীব্র উত্তেজনার মধ্যে নিজ অস্ত্রের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ২৪ মে মারা যায় ছাত্রলীগ নেতা সাইফুল ইসলাম।

গত রোববার ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় শিবির কর্মী রহিমউদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়মিতভাবে ২৬০ জন পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও একের পর এক হত্যাকাণ্ডে ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় পুলিশ নীরব থাকে। পুলিশ প্রশাসনের অভিযোগ হচ্ছে, ঘটনার সময় গুলি চালানো বা গ্রেপ্তারের নির্দেশ থাকে না। নির্দেশ এলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের কারণে তারা স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারেন না বলে একজন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা অভিযোগ করেছেন।

উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশেই পুলিশ বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে।'